[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, শুক্রবার মেহেরপুর সদরের রাইপুর থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

দর্শনা থানার ওসির করোনা জয়, কর্মস্থলে যোগদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার নতুন ওসি মাহবুব রহমান কাজল রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বর্তমান মহামারী রুপ ধারণ করা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকে চিকিৎসা নেন।

তিনি করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর তার ফেসবুক পেজে তিনি লেখেন দর্শনা বাসীকে করোনার হাত থেকে রক্ষার্থে করোনা যুদ্ধের সংগ্রাম করতে গিয়ে আজ আমি নিজেই করোনায় আক্রান্ত। আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে আমার ছোট দুটি বাচ্চা ও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং আবার যেন আপনাদের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি।

পরিশেষে আপনাদের আবারো অনুরোধ করছি ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিজে নিরাপদে থাকুন সবাইকে নিরাপদে রাখুন।তবে তিনি মনের জোড়ে করোনাকে হারিয়ে আবারো ফিরে এসেছেন। করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তিনি নিজ কর্মস্থলে যোগ দিয়েছেন গতকাল।

মাহবুব রহমান কাজল বলেন, করোনার ঝুঁকির মধ্যেও সরকারি নির্দেশনা অনুসারে জেলার সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছি। দায়িত্ব পালনে ছিলাম অপোষহীন। হঠাৎ একদিন অনুভব করলাম শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে করোনার উপসর্গ। ২৯মে করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তারপর থেকে হোম আইসোলেশনে ছিলাম। প্রথম পরীক্ষায় সর্বশেষ ১০ জুন করোনা রিপোর্ট আসে নেগেটিভ।

তিনি আরো বলেন, করোনা জয়ের প্রথম হাতিয়ার ছিলো নিজের মনোবল। নিয়মিত বেশ কয়েকটি ওষুধ সেবন করার পাশাপাশি ভিটামিন সি ও ডি যুক্ত খাবার খেয়েছি। সাথে ছিল গরম পানি। সবশেষে তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন।

গাংনীর পলাশীপাড়া রাস্তার কাজে অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা হিন্দা থেকে পলাশীপাড়া গ্রামে রাস্তায় কার্পেটিং এর কাজে অনিয়মের অভিযোগ স্থানীয়দের। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার বিকালে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে কার্পেটিং এর কাজ দ্রুত গতিতে শেষ করার চেষ্টা করছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

রাস্তায় বিটুমিন না দিয়ে কার্পেটিং করায় স্থানীয়রা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদেরকে দেয়া হয় বিভিন্ন হুমকি।স্থানীয়রা জানান, রাস্তাটির কাজে ব্যাপক অনিয়ম করা হচ্ছে। বিভিন্ন অজুহাতে রাস্তায় বিটুমিন না ঢেলে রাস্তা কার্পেটিং এর কাজ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বলতে গেলে কাজ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দিচ্ছে কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ম্যানেজার রাজু।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে জানান, রাস্তার কাজটি দেখে নেওয়ার জন্য ঠিকাদারের লোক ছাড়া কোন সরকারি লোক সেখানে যায়নি।

তবে রাজু নামের একজন ব্যক্তি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার পরিচয় দিলেও পরে জানা গেছে তিনি ঠিকাদারের কাজ দেখভালের দায়িত্বে আছেন। রাজুর নিকট থেকে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নাম জানতে চাইলে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, কাজটি ঠিকভাবে দেখে নেওয়ার জন্য দুইজন ওয়ার্ক এসিস্টেন্ট আসাদ আলী ও

মহিবুল ইসলাম এবং এসও তহিদুল ইসলাম কাজের সাইডে রয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে উল্লেখিত ব্যাক্তিদের কোন অবস্থান পাওয়া যায়নি। কাজটি যাতে ঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় এজন্য এলাকাবাসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

বয়স কম হওয়ায় স্বামীর কাছে থাকতে পারলো না নববধূ

হাজারও কান্নাকাটি করেও প্রেম করে সদ্য বিয়ে করা স্বামীর কাছে যেতে পারলো না আলমডাঙ্গার সাহেবনগরের উর্মিলা। বয়স তাকে স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিল। উর্মিলার বুক ফাটা কান্না আর আহাজারি তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারলো না। অবশেষে স্বামীকে ছেড়ে তার পুরানো ঠিকানায় ফিরে যেতে হল।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সাহেবনগর গ্রামের ইমান আলীর দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়ে উর্মিলা একই গ্রামের ফিরোজুল ইসলামের ছেলে সাইফের সাথে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের প্রেমকে চিরস্থায়ী রূপ দিতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। কিন্ত বিয়েতে বাঁধ সাথে সাইফের পরিবারের দারিদ্র। উর্মিলার বাবা-মা এ বিয়েতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। বাধ্য হয়ে তারা পালিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গত ১০ জুন সন্ধ্যায় উর্মিলা ও সাইফ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তারা বিয়েও করে। কিন্ত উর্মিলার পরিবার থেকে থানায় অপহরন মামলা ঠুকে দেয়। পুলিশ সাইফের পরিবারকে চাপ দিতে থাকে মেয়ে ফেরৎ দেওয়ার জন্য। স্থানীয় নেতা ও পুলিশের উপর্যুপরি চাপে পড়ে সাইফের বাবা ফিরোজুল ইসলাম যোগাযোগ করে উর্মিলাকে থানায় ফিরিয়ে আনেন।

গতকাল সন্ধ্যায় বিকেলের দিকে দুই পক্ষের লোকজন থানায় হাজির হন। উর্মিলা কাঁদতে কাঁদতে পুলিশকে জানায় সে তার স্বামীর কাছেই থাকতে চায়। স্বামীকে ছাড়া সে কিছুতেই বাঁচবে না। কিন্ত উর্মিলার বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় পুলিশ তাকে তার বাবার হেফাজতে দিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার আগে আগে একটি মোটরসাইকেলের মাঝখানে উর্মিলাকে বসিয়ে কান্না ঢাকতে মুখ চেপে ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্ত উর্মিলা বাঁচাও বাঁচাও বলে পথচারিদের সহযোগীতা চায়। মোটরসাইকেলটি পৌরসভার নতুন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলে পথচারীরা অপহরণ ভেবে মোটরসাইকেলটি ঘিরে ধরে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে উর্মিলার বাবা বাড়িতে না গিয়ে পুনরায় তাকে নিয়ে থানায় হাজির হন। পরে আবারো জোর করে উর্মিলাকে তার বাবার সাথেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানায় অর্থদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং সরকারি আদেশ অমান্য করায় দোকানদারসহ সাত জনকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার বিকালে আল্লারদর্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ অর্থদণ্ড প্রদান করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সরকারি আদেশ অমান্য করে আল্লারদর্গা বাজারে দোকান খোলা রাখা ও মুখে মাস্ক না পরে মোটরসাইকেলে চলাফেরা করার দায়ে দু’জন দোকানদারসহ সাত জনকে ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি ২৬৯ ধারায় অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন আক্তার।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার জানান, সরকারি আদেশ না মেনে বিকাল ৫টার পরও দোকান খোলা রাখা ও মাস্ক ব্যবহার না করে চলাফেরা করার দায়ে সাতটি মামলায় ৮ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু

কুষ্টিয়া জেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলোজির প্রয়োগ শীর্ষক চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সামাজিক দূরত্ব মেনে মিরপুর উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়।

বরিশাল বিভাগের মূল এবং খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার তরফদার মো: আক্তার জামীল এ প্রশিক্ষণ কমর্সূচির শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস, মিরপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিবুল হাসান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্স পরিচালক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাহিদ হাসান খান।

প্রশিক্ষণে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভূমি তথ্য সেবা ও কাঠামো, ই-মিউটেশন, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসের রেজিস্টার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করণ, নামজারি রিভিউ ও মিস মোকদ্দমা, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও প্রতিবেদন প্রেরণ, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা, খাসজমি ও সায়রাত মহল ব্যবস্থাপনা, এসএফ লিখন পদ্ধতি, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ও ভূমি সেবায় ইনফরমেশন টেকনোলজি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।

জনদুর্ভোগ ও হয়রানি বন্ধে ইনফরমেশন টেকনোলজির ব্যবহার একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। সে লক্ষ্যে ভূমি

মন্ত্রণালয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের লক্ষে ল্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এলআইএমএস) প্রণীত হয়েছে। দেশের সবকয়টি জেলাতে ই-মিউটেশন চালু করা হয়েছে যার সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নির্ধারণ এবং আদায়ও অনলাইনে সম্পদিতত হবে।

এছাড়া ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজ করতে সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ চলছে। তিনি হয়রানিমুক্ত পরিবেশে সেবা প্রদানের জন্য ভূমি অফিসের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের আহবান জানান। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি রিসোর্স পার্সন হিসেবেও তিনটি সেশন পরিচালনা করেন।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া জেলার সর্বমোট ১৫ জন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার অফিস সহকারী ও নামজারী সহকারীবৃন্দ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন।

কুষ্টিয়ার নৌকায় সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই

কুষ্টিয়ার বড়বাজার ঘোড়ারঘাট শহরের সাথে ওপারের প্রায় ১০টি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। যেখান দিয়ে প্রতিদিন শহরে আসে প্রায় হাজার দশেক মানুষ। এদের পারাপারের একমাত্র বাহন নৌকা। কিন্তু এই পারাপারের সময় সামাজিক দূরত্বের বালাই মানছেন না অনেকেই। গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। আগেও যেভাবে পারাপার ঘটত এখনও সেরকই ঘটছে।

প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে শুরু হয় নৌ পারাপার। চলে রাত পর্যন্ত। কুমারখালি উপজেলার কয়া, গোট্টিয়া, শিলাইদহ, বানিয়াপাড়া, কালুয়া সহ আরো বিভিন্ন গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শহরের আসা যাওয়া করছে। কারো শহরে আসতেই হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। এদের পারাপারের জন্য রয়েছে কয়েকটি মেশিন চালিত নৌকা। ঐসব গ্রামগুলোর অসংখ্য

মানুষের এপাড়ে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।

একটি নৌকার চালক আসকার আলী জানান তিনি ঠিকভাবেই অবগত আছেন বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্বের বিধির বিষয়টি। কিন্তু তার কিছু করার নেই বলে জানান তিনি। আসকার জানান প্রথম কয়েকদিন ঘাট কতৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে জনগনই মানেনি বিষয়টি। বরং নিয়ম মানাতে গিয়ে তাকে গালি খেতে হয়েছে জনগনের কাছে।

“সবারই খুব তাড়া, জীবনের মূল্যের চেয়ে পার হওয়াটাই যেন সবার কাছে বেশি জরুরি,” মাঝিটি জানান। এ প্রতিবেদক ঘাটে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ট্রিপ লক্ষ্য করেন। দেখতে পান এক একটি বার প্রায় শ’য়ের কাছাকাছি মানুষ পার হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে আসছে। নৌকার সাইজ অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চললে সেখানে থাকতে পারে বড়জোড় ২০ থেকে বাইশ জন।
গাদাগাদি করে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে পারাপার চলছে।

সকালের দিকে মানুষের চাপ বেশি থাকে। কারণ এ সময় দোকান খোলা হয়। তারা শহরে এসে ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে চাপ বাড়ে বিকেলের পরপরই কারণ তখন বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। জিজ্ঞেস করা হয় বড় বাজারের ব্যবসায়ী নদীর ওপাড়ে কয়া গ্রামের মাহবুবার রহমানকে। তিনি একটি ট্রিপে পার হয়ে এলেন।

কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলা স্বপন বলেন, কোনভাবেই মানছে না ঘোড়াঘাট বড়বাজার ঘাট কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত¦ বজায় না রেখে কোনো নিয়ম-কানুন ছাড়াই চলছে ঘোড়াঘাট বড়বাজার পারাপার ঘাট টি। জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

জলাবদ্ধতায় অতিষ্ঠ নাটুদার চন্দ্রবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়া

মহল্লাবাসীর জীবন

পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের পশ্চিমপাড়ার প্রায় দুইশত পরিবার পানিবন্দী৷

জানা যায়, নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামের সরকারি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান সড়কের পশ্চিমে পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

জলাবদ্ধতার কারণে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলাচল করতে পারছে না মহল্লাবাসী। সামান্য বৃষ্টিতেই অন্যতম এই ব্যস্ত রাস্তাটি বৃষ্টির পানিতে ভেসে যায়। তাই এই বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে মহল্লাবাসীর জীবন। জলাবদ্ধতার ঠিক কারণ নির্ণয় করে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার দাবি তুলেছে এখানকার সচেতন মহল।

এবিষয়ে স্কুল শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম জানান, অনেক দিনের সমস্যা এই জলাবদ্ধতা। সামান্য বৃষ্টি হলেই এখানে পানি আটকে থাকে দীর্ঘদিন। বৃষ্টি বেশি হলে পানি বাড়ির ভিতর উঠে পড়ে। এসময় পুরুষরা যেনতেন ভাবে চলাচল করলেও মা বোনেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারে না। শুধু বর্ষা বলে না, অন্য সময়ও বৃষ্টি হলে এখানে পানি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকে।

এবিষয়ে মহল্লাবাসীর জানান, বৃষ্টির পানি রাস্তায় জমে দুর্গন্ধের সৃষ্টি এবং মশার জন্ম হয়। উপায় না পেয়ে আমাদেরকে হাঁটুপানি পেরিয়েই যাতায়াত করতে হয়। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই সড়ক পেরিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানি বাসাবাড়িতে উঠে যায়। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজের যাবার সময় তাদের পোষাকও ভিজে যায়।

স্থানীয়রা আরো জানান, দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা থাকলেও নিরসনের কারো কোনও উদ্যোগ নেই। এমন পরিস্থিতিতে মহল্লাবাসীর যাতায়াতের ভোগান্তি লাঘবে উক্ত জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলি মুনসুর বাবুর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয় মহল্লাবাসী।

ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ ইন মেহেরপুরের দ্বিতীয় অধিবেশনের মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর সীমান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্লাড ডোনেশন গ্রুপ ইন মেহেরপুরের দ্বিতীয় অধিবেশনের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রুপের এডমিন জাহিদ হাসানের উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। গ্রুপের সভাপতি মুহাদ্দিস আলী বলেন, আমাদের সংগঠনটি সেচ্ছাসেবী সংগঠন। আমরা চাই, আমাদের মেহেরপুরে কোন মানুষ যেন রক্ত না পেয়ে জীবন না দেন।

গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন জানান, রক্ত দেওয়া একটি মহৎ উদ্যোগ তাই এই উদ্যোগে আমরা যে যার অবস্থান থেকে মানব সেবাই কাজ করে যাবো। বাঁধা আসবে ভালো কাজ করতে গেলে সেই বাঁধা আমরাই অতিক্রম করে মানুষের পাশে থাকবো বলে জানান।

এ দিকে গ্রুপের এডমিন জাহিদ হাসান বলেন, আমাদের ১০০০ সদস্যবিশিষ্ট সংগঠন আজ ১৫০০ সদস্য অতিক্রম হতে চলেছে। আমরা মেহেরপুরের প্রত্যেক যায়গায় রক্ত নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে থাকতে চাই। যে কোন সুস্থ ব্যাক্তি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে মানব সেবাই কাজ করতে পারেন।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন গ্রুপের মডেরেটর নাহিদ আহাদ আল, রাজন, জুয়েল রানা, ফারুক, কদর, তুহিন, সুমন তিতুমী, স্বাধীন সহ আরো অনেকে।